কুঁড়ি থেকে ফুল

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

বিকেল অবধি পরিস্কার নীল আকাশ। মনেই হয়নি আজ বৃষ্টি হবে। হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরো কালো মেঘ ধেয়ে এসে মুহূর্তে ছেয়ে গেল গোটা আকাশ। গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। সে একেবারে বিশাল গর্জন করে, মেঘলাকাশের বুক চিরে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হতে লাগল একফালি আলোর রেখা। তার পর শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। সেই সঙ্গে উঠল ঝড়। সে একেবারে প্রলয়ঙ্করী বেগে রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। জানালার কপাটগুলি খট্ খট্ শব্দে গরাদের গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। বন্ধ করবার উপায়ই নেই। ছিটকে এসে পড়ছে বৃষ্টির জল। থামবার লক্ষণ নেই একটুও। -"ধুৎত্তরি! আজকের সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যাবে দেখছি! এতক্ষণে রাস্তাঘাট নিশ্চয়ই জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে বোধহয়!" স্বগতোক্তি করে উঠল মহুয়া।

ইতিপূর্বে বাড়ির পিছনের বিশাল আমগাছটা মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ে রান্নাঘরের চালের উপর। আঁতকে ওঠে মহুয়া,-"সর্বণাশ! কি সাংঘাতিক ঝড় রে বাবা! এ যে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে দেখছি!"

কত আশা নিয়ে বিকেল থেকে অপেক্ষা করে আছে হবু স্বামী সুরজিৎ এলেই গোধূলীর নিড়িবিলিতে কপোত-কপোতি দু'জনে পাশাপাশি বসে মন বিনিময় করবে, রোমান্স করবে। আরো কত কি! অথচ মাত্র সাতটা বাজে। মনে হচ্ছে, গভীর নিশুতি রাত। জঙ্গলি লতা-পাতার ঝাঁড়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। মরা কাঁন্নার মতো বাতাসের গোঙানি। রীতিমতো কেমন ভৌতিকই দেখাচ্ছে।

গা শিউরে ওঠে মহুয়ার। অপ্রত্যাশিত হঠাৎ প্রকৃতির অস্থিতিশীলতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। নির্জন ঘরের কোণে বিরহের উদ্বিগ্নতা আরো দৃঢ়ভাবে অনুভব করে। চঞ্চল প্রাণবন্ত পদাচারণাও ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে। বিষন্নতায় ছেয়ে যায় শরীর এবং মন। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার কপাটগুলি বন্ধ করে বসে পড়ে সোফায়।

সুরজিৎ বরাবরই ভোজনবিলাসী। ক্ষীর-মিঠাই ওর খুব প্রিয়। প্রথম প্রথম মহুয়াদের বাড়িতে যখন আসতো, কখনো সংকোচবোধ করতো না। কিচেন -রুমের দিকে উঁকি ঝুকি মেরে নাক ফুলিয়ে লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বলতো,-"উম্, ইয়ামি! দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে! হালুয়া টালুয়া বানিয়েছ বুঝি!"

আসলে গন্ধ টন্ধ ওসব বাজে কথা। ক্ষীর-মিঠাই খাওয়ার লোভ লালসায় জিহ্বাটাই ওর লক্ লক্ করতো সব সময়। সম্বরণ করতে পারতো না। কিন্তু মহুয়া এ ধরণের ছলা-কলা মোটেই পছন্দ করে না। প্রতিটি ব্যাপারেই ও' সিরিয়াস, স্পষ্টবাদী। একটুতেই চটে যায়। সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারেই তুলকালামকান্ড বাঁধিয়ে দেয়। একবার তো মুখ ফসকে বলেই ফেলেছিল। -"সরাসরি বললেই তো পারো জিৎ! একটু না হয় কষ্টই করতাম তোমার জন্যে! অযথা বাহানা করে আমায় অপদস্থ করো কেন বলো তো?"

সেদিনের পর থেকে সুরজিতের আগমনের পূর্বাভাষ পেলেই দু-একপদ মিষ্টান্ন তৈরী করে রাখে মহুয়া। আজও গাজরের হালুয়া, ডালপুরি, ক্ষীর-মিঠাই সব বানিয়ে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে। ওদিকে আকাশের যা শোচনীয় অবস্থা, মনে হচ্ছে এক্ষুণিই ভেঙ্গে পড়বে।
হঠাৎ চিন্তা দেখা দেয় মহুয়ার। এহেন ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে সুরজিৎই বা আসবে কেমন করে! এমতবস্থায় ড্রাইভ করাও যে বিপদ! কিন্ত আসতে পারছো না ভালো কথা, একটা ফোন তো করতে পারতো! আবার পরক্ষণেই ভাবে, হয়তো ওর অফিসের কাজই শেষ হয়নি এখনও! নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফোন দিতে ও'া!

ভাবতে ভাবতে টি.ভি. অন্ করে বসে পড়ে সোফায়। বিষন্ন চোখে চেয়ে থাকে। তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু ওর দৃষ্টি শূন্য। কানদু'টো সজাগ রেখে কি যেন ভাবছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। রাগ হয় গৃহপরিচারিকা মালতির উপর। সেই যে ষষ্টি পূজোতে দু'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে, আজ সাতদিন গত হয়ে গেল, এখনও লাপাত্তা। অথচ ওর ভরসায় সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে মহুয়ার পিতা হরিপ্রসাদ ব্যানার্জী সস্ত্রীক তীর্থ করতে বেরিয়েছেন কাশী, মথুরা, বৃন্দাবনে। ফিরবেন সপ্তা তিনেক পর। একেলা নির্জন ঘরে মহুয়ার কিভাবে দিন কাটছে, রাতি পোহাচ্ছে, একবারও কি ভেবে দেখেছে! ওরতো অজানা নয়, জানতে পারলে কর্তাবাবু করুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেবেন, সে ভয়ও কি ওর নেই! শ্বশ্মাণপুরীর মতো বিশাল দালান বাড়ি। জন শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। টপ্ টপ্ করে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। গা ছম্ ছম্ করে উঠছে। মালতি সাথে থাকলে মহুয়াকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত্রে কাটাতে হতো না! ওতো আর দুধের বাচ্চা নয়, যে সারাক্ষণ ওকে আলগে বসে থাকতে হবে। -"রাবিশ, যত্তসব আদিক্ষ্যেতা!"

বকতে বকতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মহুয়া। রিসিভারটা তুলেই সুরজিতের মোবাইল নাম্বারে ডায়াল করে দ্যাখে ওর মোবাইলটা অফ। বোঝা গেল, সুরজিৎ এখনও অফিসে। তক্ষুণিই ওর অফিসে একবার ট্রাই করতেই ভেসে এলো মহিলা কণ্ঠস্বর। -"হ্যালো!"

-"হ্যালো, কে বলছেন?"

-"আমি শর্মিষ্ঠা বলছি! আপনি কে বলছেন?"

অপ্রত্যাশিত মহিলা কণ্ঠস্বরে মেজাজটা মুহূর্তে খাট্টা হয়ে গেল মহুয়ার। গম্ভীর হয়ে বলল-"আপনি আমায় চিনবেন না! সুরজিৎ বাবু আছেন?"

কণ্ঠে প্রচন্ড আবেগ মহিলার। আহালাদে একেবারে গদগদ। উৎফুল হয়ে বলল,-"কে জিতুদা? ওতো বেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ!"

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল মহুয়ার। বিড় বিড় করে বলল,-কে? জিতুদা? ও' আবার জিতু হলো কবে থেকে! হুঁমঃ যত্তসব আদিক্ষেতা! হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, "অনেকক্ষণ মানে! কতক্ষণ আগে বেরিয়েছে?"

-"প্রা..য় ঘন্টা খানিক হবে! কেন বলুন তো! খুব জরুরী তলাসী মনে হচ্ছে! এনি ম্যাসেজ!"

ক্রোধে ফুলে ওঠে মহুয়া। কণ্ঠস্বর বিকৃতি করে বলল,-"নো, থ্যাঙ্কস্! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না!"

রিসিভারটা ধপ্ করে রেখে দাঁতকপাটি চিবিয়ে গজ্ গজ করতে থাকে।-"কথা বলার ছিরি কি মহিলার, যেন ওর পিরীতির নাগর! আর সুরজিতেরই বা কেমন, কান্ডজ্ঞান বলতে কিছুই নেই! অফিস থেকে তিনঘন্টা আগে বেরিয়েছে, একটা ফোন দেবার প্রয়োজন মনে করলো না! এতোই এ্যামার্জেন্সি যে বিনা নোটিশে একেবারে উধাও! আর এখানে যে ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করে আছে, সেটাও কি ও' ভুলে গিয়েছে!"

ভাটা পড়ে গেল মহুয়ার আনন্দ-উচ্ছাসে। একরাশ মেঘ জমে ওঠে ওর হৃদয় আকাশে। সুরমা পড়া হরিণাক্ষি দু'টির কোণে চিক্ চিক্ করে জমে উঠল অশ্রুকণা। তবু নিরাস হয় না। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, লেট হলেও সুরজিৎ আসবেই! কত সাধ করে সুরজিতের দেওয়া ঢাকাই জামদানি শাড়ি পরিধান করে, রকমারি গহনায় সুসজ্জিত সাজে নিজেকে অপরূপা করে রেখেছিল, সুরজিৎকে মোহিত করবে বলে। যেন স্বর্গের দেবীই নেমে এসেছে মর্তে! শুধু প্রেম আরাধনার অপেক্ষা মাত্র!

হঠাৎ স্বগতোক্তি করে ওঠে মহুয়া। -"উফঃ, অসহ্য! মরার বৃষ্টিই আর থামে না! যেন আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি! আকাশটা ফুটো হয়ে গেল না কি!"

মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করে। ঘন ঘন ঘড়ি দ্যাখে। হঠাৎ আর্বিভাব হয়, অজানা এক আশঙ্কা। ঘিরে ধরে দুঃশ্চিন্তায়। নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে! নইলে সুরজিৎ এতক্ষণ যাবে কোথায়!

ভাবতে ভাবতে নির্জন ঘরটার একটানা নিস্তব্ধতায় মহুয়া তন্ময় হয়ে ডুবে যায় স্মৃতির সাগরে। আজ ওর ভীষণভাবে মনে পড়ে, কলেজ ফাংশনে "শকুন্তলা" নাটকের নাম ভূমিকার অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শকের তালিকায় সুরজিতের মন জয় করে নেবার পরিনামেই দুটি সবুজ সুকোমল হৃদয়ে জন্ম হয় ভালোবাসা। যা কোনদিনও ভোলার নয়।

ইতিমধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে টেলিফোন। চমকে ওঠে মহুয়া। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, রাত আটটা বাজে প্রায়। তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। -হে ভগবান, কোনো দুঃসংবাদ নয়তো! ভয়ে আশঙ্কায় রিসিভারটা তুলে ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বলল,-"হ্যালো!"

কিন্তু না, ওপাশ থেকে সুরজিতের গলাই শোনা গেল। -"হ্যালো মৌ, আমি সুরজিৎ, অফিস থেকে বলছি! এই শোনো---!" কি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর সুরজিতের। যেন কিছুই ঘটেনি।

ক্রোধে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে মহুয়া। সুরজিতকে বাঁধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বলল,-"হুঁম তা তো বুঝতেই পারছি! কিন্তু এতক্ষণ ছিলে কোথায় তুমি?"

-"কেন? অফিসে ছিলাম! বাইরে বেরুবার সময় কোথায় আমার!"

যেন সত্যিই অফিসে ছিল সুরজিৎ। কোনো উদ্বেগ নেই, অনুশোচনা নেই। সারা দুনিয়া তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, কোনো খবরই নেই ওর! এতখানি অগ্রাহ্য! বেপরোয়া মনোভাব!

রাগে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে গর্জে ওঠে মহুয়া, -"মিথ্যে কথা! অফিসে তুমি ছিলে না! বলো কোন্ রাজকায্যে গিয়েছিলে?"

গ্রাহ্যই করল না সুরজিৎ। উল্টে মহুয়াকে কন্‌ভিন্স করবার চেষ্টা করে। স্বাভাবিক গলায় বলল,-"শোনো, আগামীকাল আর্লি মর্নিং-এ খুব জরুরী একটা মিটিং আছে হেড্ অফিসে! আমায় এক্ষুণিই বেরুতে হবে! রাত দশটায় দিলীর ফ্লাইট! পরশু আপটার নুন-এ ব্যাক্ করেই তোমায় কল্ দেবো, ও. কে!"

সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় মহুয়ার। অভিযোগের সুরে বলল,-"যাও, যাও, কথা বানিও না! আর কতকাল মিটিং-এর দোহাই দেবে, শুনি! খবর রাখি না ভেবেছ!"

একটা ঢোক গিলে চুপ করে থাকে সুরজিৎ। মহুয়া বলল,-"জানি, জবাব দেবার মতো আজ তোমার কাছে কিছুই নেই। ছিঃ সুরজিৎ, ছিঃ, ভাবতেও আমার ঘেন্না করছে! তুমি এতো নীচে নেমে যাবে, কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি!"

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও গলাবাজি গেল না সুরজিতের। সামান্য চটে গিয়ে গর্জে ওঠে।-"তার মানে? তুমি আমায় অবিশ্বাস করছো? কি বলতে চাইছো তুমি?"

-"চেঁচিও না! খবর সবই পেয়েছি! তুমি তিনঘন্টা আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছ, বলো সত্যি কি না?"

কিঞ্চিৎ নরম হয়ে সুরজিৎ বলল,-"আশ্চর্য্য! এতে জবাবদিহীর কি আছে! হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো!"

মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে উঠল মহুয়ার। ক্রোধে ফেটে পড়ে। গলার স্বর বিকৃতি করে বলল,-"সেটা কি বুঝতে আর বাকী আছে কিছু? তা গিয়েছিলে কোথায়?"

বিব্রোত কণ্ঠে সুরজিৎ বলল,-"আরে বাবা, টিকিট কনফার্ম করতে গিয়েছিলাম!"

-"ও, তাই না কি! তা'হলে তো সঙ্গেও কেউ যাচ্ছে নিশ্চয়ই বলো!"

-"অফ্ কোর্স! নট্ মী্ এ্যালোং! তুমি তো জানোই!"

-"হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো বলছি, তোমার ঐ বিগ্ বসের মেয়ে, কি যেন নামটি, মিলি না লিলি, ঐ ডাইনিটাও তো যাচ্ছে সঙ্গে, তাই না?"

এবার সাংঘাতিক চটে যায় সুরজিৎ। উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে,-"তুমি আবার ওকে ইনভল্ব করছো কেন? মিটিংএর সাথে ওর কি সম্পর্ক?"

-"হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে বলেই তো! ভাবছো টের পাইনি! আমাকে ইনফর্ম না করে চুপিচুপি ওকে হীরের নেক্লেস্ গড়িয়ে দিয়েছ, শুধুই কি চাকুরির খাতিরে, না অন্য কিছু?"

-"আঃ মৌ, এসব কি যা তা বকছো! তোমরা মেয়েরা বড়ই বিচিত্র! অন্যের সুখ মোটেই সহ্য করতে পারো না! আরে বাবা, বস্কেও তো একটু সন্তুষ্ট করতে হয়, না কি! শোনো লক্ষিটি, ছেলেমানুষী করো না! সময় খুবই কম! আমায় এক্ষুণিই বেরুতে হবে!"

শুনে পিত্তি জ্বলে উঠল মহুয়ার। গা রি রি করছে রাগে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জে ওঠে, -"ছেলেমানুষী আমি করছি, না তুমি করছো!"

আমতা আমতা করে সুরজিৎ বলল,-"আ-আমি আবার কি করলাম!"

-"কি করলাম মানে! বসের মেয়েকে নিয়ে এতখানি বাড়াবাড়ি, নামের সংক্ষিপ্ত, এসব কি ফষ্টি নষ্টি শুরু করেছ তুমি? যত্তসব আদিক্ষেতা!"

ঠান্ডা মাথায় বোঝাবার চেষ্টা করে সুরজিৎ। স্বাভাবিক গলায় বলল,-"না মৌ না, আদিক্ষেতা বলছো কেন! কেউ যদি আমায় আদর করে জিতু বলে সম্বোধন করে, এতে দোষের কি আছে! এটুকুই সহ্য করতে পারছ না, আমায় নিয়ে সারাজীবন সংসার করবে কিভাবে বলো তো! আর তা'ছাড়া, সব কৈফেয়ৎ তোমায় দিতে হবে, এমন প্রতিজ্ঞাও তো কখনো আমি করি নি!"

বুকের ভিতরে যেন একটা শূল গেঁথে গেল মহুয়ার। কাতর কণ্ঠে অস্ফূট আর্তনাদ করে ওঠে,-"একথা তুমি বলতে পারলে সুরজিৎ! তোমার মুখে একটু আঁটকালো না। এটুকু জানবারও কি অধিকার আমার নেই? আমাদের এতদিনের সম্পর্ক, ভাব-ভালোবাসা, সবই কি তা'হলে মিথ্যে! বলো সুরজিৎ বলো! পীজ্ চুপ করে থেকো না! বলো!"

মেয়েদের ব্যাপরে সুরজিৎ বরাবারই দুর্বল। অল্পেতেই মোমের মতো গলে নরম হয়ে যায়। কিন্তু আজ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে মহুয়ার ফাঁদে। সহজে রেহাই পাবার নয়। তাই যথাসাধ্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বলল,-"এসব তোমার মনের ভ্রম মৌ! শোনো, একটু ধৈর্য্য ধরো, আর দু'টোদিন আমায় সময় দাও! তারপর.....!"

-"তারপর কি?" পাল্টা প্রশ্ন মহুয়ার। -"বিয়েটা এবার সেড়ে ফেলবে, এই তো!"

-"আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো! সেই তখন থেকে শুধু আবোল তাবোল বকে চলেছ! বললাম তো, দুটোদিন আমায় সময় দাও! তারপর শুধু তুমি আর আমি! নো অফিস, নো মিটিং, ও.কে! বাই!"

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে লাইনটা কেটে দিলো সুরজিৎ। ক্রোধে চোখমুখের শিরাগুলি ফুলে ওঠে মহুয়ার। রিসিভারটা জোরে আঘাত করে রেখে দিয়ে পরিধানের কাপড়টা একটানে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। রেকর্ড-পেয়ারটা হাইভলিওমে অন্ করে, স্বগতোক্তি করতে করতে বসে পড়ল সোফায়,-"কার জন্যে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা, কার জন্যে এতো সাজ-সরঞ্জাম, এতোসব আয়োজন! কিসের জন্য? মিটিং না ছাই। মিটিং মানেই তো হুইস্কির বোতল চোষা! আর সুন্দরী যুবতী রমণীর পিছে পিছে ঘোরা, ওনাদের মনোরঞ্জন করা। ওর সব মিথ্যে। আনন্দ-হাসি-কলোতান, প্রেম-ভালোবাসা সব মিথ্যে! সুরজিৎ একজন ধোকাবাজ, ধান্দাবাজ! কিন্তু পালাবে কোথায়? ফিরে তোমায় আসতেই হবে! মেয়েদের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। বারুজ্জ্যে বংশের মেয়ে আমি! তুমি কতদূর উড়তে পারো, আমিও তোমায় দেখে নেবো!"

গজগজ করতে করতে উত্তপ্ত মেজাজে হন্হন্ করে গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। একটু চেখেও দেখল না, খাবারগুলিসব ফেলে দিলো ডাষ্টবিনে। ইত্যবসরে হঠাৎ বিজলীবাতি ঝট্ করে নিভে যেতেই চমকে ওঠে। দিশা হারিয়ে ফ্যালে। চারিদিকে অন্ধকারে ছেয়ে যায়। চোখে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। জানালার কপাটগুলি খুলে দিতেই বাইরের শীতল হাওয়া হু হু করে ঢুকতে লাগল ঘরের ভিতরে। তখনও বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। চারিদিকে জোনাকিরা উড়ছে। জন-মানব শূন্য। একটি প্রাণীও নেই কোথাও। রাস্তার লেরী কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করছে। মাঝে মধ্যে দু-একখানা গাড়ি দ্রুতবেগে পাস করে যাচ্ছে।

-"দূর ছাতা, মোমবাতিটা আবার গেল কোথায়! টেবিলেই তো ছিল!"

বিব্রোত কণ্ঠে বকতে থাকে মহুয়া। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মোমবাতিটা নিয়ে জ্বালিয়ে দিতেই ড্রইং রুমটা ঈষৎ আলোয় ভরে উঠল কিন্তু ওর মনের ঘরটা অন্ধকারেই রয়ে গেল। যে ঘরের কোণে মহুয়া তখন অত্যন্ত একা, নিঃসঙ্গ। আর ওর সেই একাকীত্বের নিঃসঙ্গতায় ওকে ক্রমশ তলিয়ে নিয়ে যায় এক দুঃস্বপ্নের সাগরে। ইদানিং দৃষ্টিগোচর হয়, অনেক বদলে গিয়েছে সুরজিৎ। কাজের বাহানায় প্রায় সারাদিনই বাইরে কাটায়। আজকাল ওর নাগালই পাওয়া যায় না। তবু সন্দেহের বীজ কখনো চারা দিয়ে ওঠে নি মহুয়ার। কিন্তু আজ ওর হৃদয় আকাশের বুক চিরে বার বার অনুতাপের ঝিলিক দিতে লাগল, ভালোবাসার উন্মাদনায় অন্ধের মতো সুরজিতের প্রেম-আহ্বানে ও' কেন সাড়া দিয়েছিল! কেন একটিবারও ভেবে দেখলো না, সুরজিৎ ওকে আদৌ ভালোবেসেছিল কি না! পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কখনো স্ত্রী রূপে ওকে গ্রহণ করবে কি না! আজ জেনারেল মিটিং, কাল বসের মেয়ের জন্মদিন, পার্টি, পরশু অফিস ষ্টাফদের গেটটুগেদার! এ্যাক্সেট্রা, এ্যাক্সেটা।
একদন্ডও ফুরসৎ নেই সুরজিতের। কিন্তু এভাবে ওযে ক্রমশ দূরে সড়ে যাচ্ছে, তা এতদিন ঘূণাক্ষরেও টের পায় নি। কিন্তু আজ বিনা নোটিশে দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে হঠাৎ রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ায় বুঝতে কিছুই আর অবশিষ্ঠ থাকে না মহুয়ার। এসব সুরজিতের পূর্ব পরিকল্পিত, ষড়যন্ত্র।
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন একটা বিষ্ফোরণ ঘটে গেল। মহুয়া চিৎকার করে ওঠে,-"তুমি প্রতারক সুরজিৎ, এসব তোমার ছলনা, ভন্ডামি। মিটিং-এর দোহাই দিয়ে আমাকে এ্যাভয়েট করে তোমার পালাবার চেষ্টা। এ আমি কক্ষনো হতে দেবো না। ভুলে যেও না সুরজিৎ, তুমি বাকদত্তা। তা কোনো মতেই প্রত্যাহার করতে পারো না। কিছুতেই না!"

আবার পরক্ষণেই ভাবল,-কিন্তু ওর ভালোবাসা! ভালোবাসার চরম মুহূর্তগুলি! আবেগে আপুত হয়ে ওর উষ্ণ বক্ষপৃষ্ঠে মহুয়াকে সজোরে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে নিয়ে ওর চিবুকে, শুভ্র ললাটে চুম্বন করা, সবই কি মিথ্যে? সবই কি ওর অভিনয়? এতদিন কি শুধু ভালোবাসার নাটক করে এসেছিল সুরজিৎ!"

হাজার প্রশ্নের ভীড়ে জর্জরিত হয়ে ওঠে মহুয়া। বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। ক্লান্তি আর মানসিক অবসন্নতায় ছেয়ে যায় শরীর আর মন। হঠাৎ বন্ বন্ করে মাথাটা ঘুরে উঠতেই হাত-পা ছড়িয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে সোফায়। উঠে জানালার কপাটগুলি যে বন্ধ করে দেবে, সেই শক্তিও তখন আর নেই। ততক্ষণে বাইরের হিমেল হাওয়ায় শীততাপ নিয়ন্ত্রণে ভরে গিয়েছে সারাঘর। কোনরকমে কাপড়টা টেনে গায়ে জড়িয়ে, পা-দুটো টান টান করে সোফাতেই শুয়ে পড়ল মহুয়া।

যুথিকা বড়ুয়া ঃ টরোন্ট প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com